

শ্রী শ্রী প্রভুপদ নিত্যানন্দ দাসের আন্তর্জালে পুনরাগমন

চণ্ডী বেগম বধ যজ্ঞ

“সর্ব চন্ডস্য বিভ্যতি”

বেশ দীর্ঘ দিন যাবৎ ভিন্নমত বর্জন করিয়াছিলাম ব্যক্তিগত কারণে। তবে এখন পুনরাগমন করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাই ভিন্নমতে আবার উপাগত হইলাম।

আন্তর্জালের বাঙলা সভা-সমিতিতে একজন যে রণ চণ্ডী ও খাণ্ডারনী আছেন তিনি আবার সরব হইলেক। রামায়ণের “যুদ্ধকাণ্ড” অধ্যায়ে কথিত আছে - “সর্ব চন্ডস্য বিভ্যতি”। এই বচনটির মানে হইতেছে - “ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে সকলেই ভয় করে”। আমাদের আন্তর্জালের রণমূর্তি সাক্ষাৎ চণ্ডী বা কোপন বেগম সেতারা। এই চণ্ডপ্রকৃতি নারী ব্যতিরেকে আন্তর্জাল চলিবেক কি প্রকারে? সেতারা বেগম হইতেছেন আমাদের ডাকিনী যোগীনি। ইনার ব্যতিরেকে ভিন্নমত ও সদালাপ গুহ্মং কাষ্টং হৌক ইহা কেহই বা চাইবে?

চণ্ডী বেগম আধুনা শ্রী শ্রী রামায়ণকে উপহাস করিয়া “সীতা কাহার বাপ” বলিয়া এক প্রবচন তার রচনার শিরনামে উপবিষ্ট করিলে তাহা সনাতন ধর্মের জাত মারিবার উপক্রম করিল। ধিক্ ধিক্ চণ্ডী বেগম, ইনি দেখিতেছি তাহার চোঁখের মাথা খাইয়া বসিয়া আছেন! এই চণ্ডীকে সন্মুখে পাইলে জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হইতাম। সুন্দরী হইলে চাহি কি উপাচকও হইতাম। তবে কোথা হইতে যেন শ্রবন করিয়াছি যে ইনি না কি এক বয়োজ্যেষ্ঠ রমণী। অতএব, উপাচক হইবার আশাটাও বিনষ্ট হইল!

চণ্ডী বেগম কথায় কথায় দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদের ধূয়া তুলেন। আন্তর্জালের ইতর-জ্ঞানী সবাইকে পার্থিব ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেন দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদের মাপকাটিতে। ইনার বাক্যবাণে ইহাই উপলব্ধি করি যে স্বয়ং পরমেশ্বর এই বিশ্বভ্রমাত্ম সৃষ্টি করিয়াছেন গুঁম শব্দের দ্বারা নহে বরং “দ্বন্দ্ব” শব্দের দ্বারা। তবে ইহাই তো স্বাভাবিক যে উগ্র চণ্ডীর বা খাণ্ডারনীর কাছে দ্বন্দ্বই হইতেছে সর্বাধিক প্রিয় শব্দ। আমাদের আন্তর্জালের চণ্ডী বেগমের কাছে দ্বন্দ্বই হইতেছে তার এক ধাঁন্দার উপকরণ! অতএব, চলুন এখন হইতে চণ্ডী বেগমের “দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদ” কে আমরা নুতন নামাকরণ করি “ধাঁন্দার বস্তু-বাদ”!!!

আমাদের অবগত করার প্রকল্পে চণ্ডী বেগম গর্গ করিয়া কত না “জ্ঞান” - “অভিজ্ঞান” এর কথা কহিলেন তাহার রচনার মাধ্যমে। তিনি মনে করেন যে “দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদ” এক প্রকারের অন্ধ-বিশ্বাস এর পর্যায়ে পড়ে না। এই প্রকারের অন্ধ-বিশ্বাসীর সাথে জানিয়া গুনিয়া কে কলহে লিপ্ত হইবেক? যুক্তির কবলে পড়িয়া মানিয়া লইলাম যে কালোর বিপরীত সাদা, রাত্রির বিপরীত দিন। তবে এই ভূমণ্ডলে এমন সহস্র বস্তু আছে যাহার কোন প্রকার বিপরীত শব্দ নাই - যেমন ধূসর বর্ণ - এর বিপরীত কি? “দ্বান্দ্বিক

বস্তু-বাদ” ব্যাপারটি একটি বানোয়াট সংজ্ঞা – তাহাও আবার উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপার! ইহারই মধ্যে কত কাল কাঁটিয়া গেল। মার্ক্সবাদের জন্ম হইল আবার দেখিতে দেখিতে মার্ক্সবাদের মৃত্যুও হইল। তবে রণ চণ্ডী খাণ্ডারনী এই কথা মানিয়া লইবেক না কোন মতে যে “দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদ” ও তার সাথে মার্ক্সীয়বাদের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে।

আমাদের সুপরিচিত চণ্ডী বেগম জ্ঞানের ব্যাপারে যে উজ্জ্বল করিয়া থাকেন তাহা সকলের চক্ষুগোচর হইয়াছে। ইনার ভাব খানা হইতেছে – “গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল” গোছের। আন্তর্জালের বিভিন্ন সভায় নিগৃহীত হইয়া শেষ মেঘ তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সদালাপ সভায়। একবার কেন বহুবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ভিন্নমত সভায় আসিবেক না। কোথায় গেল এই রণ চণ্ডীর প্রতিজ্ঞা! এখন আবার সেই প্রাচীন বস্তাপঁচা “দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদ” এর ঘুঁনে ধরা রেকর্ড আবার নুতন করিয়া বাজাইয়া আমাদের সবাইর কর্ণকুহরে বেদনা দেওয়ার উপক্রম করিতে সবিশেষ তৎপর ও যত্নবান হইয়াছেনই খাণ্ডারনী।

অসাধু না শুনে ধর্মের নীতি কথা! অতএব, এই চণ্ডী বেগমকে কেহ বা আবার জ্ঞানদান করিবে? তবে মহাপ্রাণা বাল্লীকি রামায়ণে রচনা করিয়াছেন –

“সকৃদেব প্রপন্নায তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥”

ইহার বঙ্গানুবাদ হইতেছে - কেউ যদি শরণাগত হইয়া এক বার মাত্র বলে – আমি তোমার, তবে আমি তাহাকে সর্বপ্রাণী হইতে অভয় দান করিব, এই আমার ব্রত।

রণ চণ্ডী বেগম শুধু মাত্র একবার আসিয়া আমার শরণাগত হইলে আমি তাহার পুরানা পাপের স্মরণ করিব আর তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিব। বাছা, শ্রবণ কর – এই সব “দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদ” বলিয়া যদি কিছু থাকিত তবে তাহার দ্বারা এই ভ্রমাত্মক উপকৃত হইল না কেন? মার্ক্সীয় বাদে বিশ্বাসী হইয়া জোসেফ স্টালিন কয়েক লক্ষ মানুষ বধ করিতে বধ্য পরিকর হইল কেন? এখন রাশিয়া, চীন, এরাই বা কেন পুঁজিবাদের দাশে পরিণত হইল?

ভাবগতিতে মনে হইতেছে যে – “আদর্শবাদ” এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে এবংবিধ “দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদ” যে পরাভূত হইয়াছে এই ব্যাপারে সন্দেহের কোন মাত্র অবকাশ নাই। অতএব, চণ্ডী মাতা - খাণ্ডারনী - সেতারা বেগম, রণে ভঙ্গ দিয়া আরেকবার আপনি মনুষ্য হইবেক এই প্রার্থনাই করি করজোড়ে বিধাতার কাছে।

শান্তি, শান্তি, ওঁম শান্তি।

প্রভুপদ নিত্যানন্দ দাস কৈবল্যধামে বাস করেন তাঁর বোষ্টমীসহ।